ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন

কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র

১৯৮০ নভেম্বর ১-৩ লুধিয়ানা, প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে গৃহীত,
২০০৩ নভেম্বর ৬-৯, অমৃতসর, সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে সময়োপযোগীকরণ,
পশ্চিমবঙ্গ ২০০৩ ডিসেম্বর ১২-১৪, মাল্লারপুর, বিশেষ সম্মেলনে গৃহীত,
২০০৭ মে ৭-১১, চেন্নাই, অষ্টম সর্বভারতীয় সম্মেলনে সংশোধিত,
২০১২ সেপ্টেম্বর ১১-১৫, বেঙ্গালুরু নবম সর্বভারতীয় সম্মেলনে পুনরায় সংশোধিত
২০১৭ ফেব্রুয়ারি ২-৫, কোচি, কেরালায় দশম সর্বভারতীয় সম্মেলনে সংশোধিত।
২০২২ মে ১২-১৫, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, একাদশ সর্বভারতীয় সম্মেলনে সংশোধিত।

Bharater Ganatantrik Juba Federation:
Karmasuchi O Gathantantra

চতুর্দশ সংস্করণ : ২০২৩ সেপ্টেম্বর

প্রকাশক : মিনাক্ষী মুখার্জি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন

মুদ্রক : গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা - ১৬

মূল্য : ১০ টাকা (দশ টাকা)

কর্মসূচী

১. প্রস্তাবনা

১.১ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডি ওয়াই এফ আই) একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সম্পন্ন প্রগতিশীল যুব সংগঠন। এই সংগঠন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দেশের যুবক-যুবতীদের সংগঠিত করে এক সুদৃঢ় যুব সংগঠন তৈরি করতে চায়, যা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রণয়নে এবং সমগ্র যুব সমাজের উত্তরণ ও উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

১.২ ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী সকল যুবদের সংগঠিত করা হয়, যারা সমাজের বিভিন্ন অংশের অন্তর্গত, যেমন ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি। আমাদের জনসংখ্যার খুব বড় অংশ যুবদের দ্বারা গঠিত। যুবরা সমাজের সবচেয়ে উদ্যমী অংশ যা প্রাণশক্তি ও সতেজতায় পূর্ণ। একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সমাজের এই অংশের উন্নয়নের ওপর। কিন্তু তারা তাদের অধিকার এবং সুযোগ থেকে ক্রমাগত/প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। যা তাদের এই শক্তিকে ব্যবহার করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারতো।

১.৩ আমাদের দেশে এই অংশের আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের নির্মম শোষণ যুবদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে তাদের বাধ্য করেছে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকতে। যুব জীবনের সমস্যা ও অসুবিধাগুলো ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। তখন থেকে যুবরা তাদের পারিবারিক জীবনে নেমে আসা সমস্ত দুর্ভোগ-শোষণ-বঞ্চনার ভাগীদার হয়ে উঠেছে। তারা দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে গভীরভাবে আগ্রহী ছিল। দেশাত্মবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক যুব সমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৮ বছর বয়সী যুবদের ভোট দেওয়ার অধিকারটুকুও দেওয়া হয়নি। প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমজীবী হিসাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেললেও পছন্দমতো সরকার নির্বাচন করতে পারেনি দেশের যুবরা।

১.৪ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী যুবদের প্রকৃত উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী জনগণের প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, দেশপ্রেমিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত ঐতিহ্যবহনকারী হল ডি ওয়াই এফ আই। যদিও ডি ওয়াই এফ আই-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৮০ সালে, তবুও তারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নানান

সংগঠনের মাধ্যমে তরুণ বিপ্লবীরা যে বহু ধরণের সংগ্রাম ও বিদ্রোহের নেতৃত্বদান করেছিল তার যথার্থ উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে আজও তাকে বহন করে চলেছে।

১.৫ মানব সমাজের উন্নত ভবিষ্যৎ-এর প্রতিশ্রুতি দানকারী নতুন ধারণাগুলির প্রতি যুবরা সর্বদাই আকৃষ্ট হয়েছে। যুবরা সব সময়েই আলোকপ্রাপ্তি এবং মুক্তির নানান ধরণের চিন্তা ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বাংলায় অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তরের মত সংগঠন, পাঞ্জাবের গদর আন্দোলন এবং দেশের বিভিন্ন অংশে যুব কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির প্রতিষ্ঠা সব মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী চেতনায় সঞ্চারিত করে। বিংশ শতাব্দীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের পতন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা। যা কিনা আমাদের দেশের উত্তর সীমান্তের খুবই নিকটবর্তী। এই ঘটনা সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভের ধারণাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন মাত্রা এনে দেয়। যুদ্ধ ও উপনিবেশ মুক্ত এক নতুন পৃথিবী গঠনের জন্য ভারতের যুবরাও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। সারা দেশ দেখতে পায় ছাত্র-যুব আন্দোলনের এক নতুন ঢেউ।

১.৬ এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রবাদপ্রতিম ভগৎ সিং-এর নেতৃত্বে ১৯২৫ সালে নওজোয়ান ভারত সভার প্রতিষ্ঠা, যা ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ। এমনকি কংগ্রেস সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই নওজোয়ান ভারত সভা পরিষ্কারভাবে এই কমিশনের বিরুদ্ধে তাদের মত প্রকাশ করেছিল। পরবর্তীকালে ভগৎ সিং ও তাঁর কমরেডদের বিচার ও শহিদবরণের ঘটনা দেশের এক বিরাট সংখ্যক জনগণ বিশেষত: তরুণদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় সঙ্কল্প ও জঙ্গী আন্দোলনে সামিল হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

১.৭ ১৯৩৬ সালের সংগঠিত বাম-ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র ও যুবদের সর্বভারতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়। এই আন্দোলন ছড়িয়ে থাকা বিস্তৃত রাজনৈতিক অবস্থান থেকে ছাত্র ও যুবকদের একটি পতাকার তলায় আনতে এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময়ে ফ্যাসিবাদ বিশ্বব্যাপী ত্রাস হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়েই সারা বিশ্বে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী চেতনার উত্থান ঘটে এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে। এই ঘটনা আমাদের দেশের তরুণদের প্রগতিশীল আদর্শ ও মূল্যবোধের দিকেও আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যুব সমাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল এবং চরম অমানবিক অত্যাচার সহ্য করে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিল।

১.৮ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজবাদের ঐতিহাসিক বিজয় যুবদের মধ্যে এক প্রবল অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কাল

প্রত্যক্ষ করে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের পর্যায়, যাতে যুবরা বিপুল সংখ্যায় যোগ দেয়। ১৯৪৫-এ বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডব্লুউ এফ ডি ওয়াই) এর প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশের যুবদের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। এই সময়ে তেভাগা, পুন্নাপ্রা ভায়ালার, উত্তর মালাবার, তেলেঙ্গানা, ওয়ারলি এবং ত্রিপুরার সংগ্রামসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই পর্যায়েই ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটে এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামগুলির সাফল্যের গতিধারায় আমাদের দেশও স্বাধীন হয়। যদিও এই জন অভ্যুত্থানকে বিপথগামী করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে উৎসাহিত করে, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগ হয়।

১.৯ ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা দেশের ব্যাপক জনগণ বিশেষত যুব সমাজের এই প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তোলে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কার প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি এবার বাস্তবায়িত হবে। যুব আন্দোলনের মূল বিষয়গুলি ছিল কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং উন্নয়ন। এটা আশা করা হয়েছিল যে, স্বাধীন ভারতে শাসকশ্রেণির কাছ থেকে যুবরা তাদের অধিকার এবং মর্যাদাগুলির স্বীকৃতি পাবে। স্বাধীনতার পর যখন শাসনক্ষমতা ভারতবর্ষের বুর্জোয়া এবং জমিদারদের প্রতিনিধিদের হাতে গেল তখন তারা তাদের শ্রেণি অবস্থানকে সংহত করে গোটা দেশকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাস্তায় নিয়ে গেল। যার ফলে শিল্প, কৃষি ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে নানা দ্বন্দ্ব দেখা দিল। বিশ্বের সেই সময়ের সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বিভেদের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় শাসকশ্রেণি দ্বৈত নীতি গ্রহণ করে। একদিকে তারা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাথে সহযোগিতার নীতি নেয়, অন্যদিকে বিদেশী বহুজাতিক পুঁজির সাথে ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে দর কষাকষির অবস্থানকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা করে।

১.১০ ফলত স্বাধীনতার পর প্রথমদিকের দশকগুলিতে সব উন্নয়নের সুযোগ ভোগ করল জনগণের মুষ্টিমেয় অংশ। জনগণ পর্যাপ্ত ও সমান অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। এমনকি আজও যুবরা যে শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত বা অন্যান্য শোষিত শ্রেণি যে অংশেরই হোক, তারা হতাশা এবং আভ্যন্তরীণ ও বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এই শক্তি এক অংশের সাথে অন্য অংশের বিরোধ ঘটিয়ে জাতীয় সংহতির মূলে আঘাত করেছে। আজও বিশাল অংশের যুব অশিক্ষা, বেকারী, ক্ষুধা, ব্যাধিজনিত সমস্যার সম্মুখীন।

১.১১ ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি যখন স্বাধীন দেশের যুবদের কাছে উন্নয়ন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি সামনে চলে এল তখন যুবদের সংগঠিত করার জন্য একটি পৃথক সংগঠন গড়ার প্রয়োজন অনুভূত হল, কারণ যুব সমাজের মধ্যে যারা ছাত্র নয় তাদের ছাত্র সংগঠনের পতাকা তলে সামিল করা কঠিন ছিল।

এই অবস্থাতেই ১৯৫৯ সালে নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন (এ আই ওয়াই এফ) তৈরি হয় কাজ, উন্নয়ন এবং সামাজিক পশ্চাদপদতার বিষয়গুলিকে তুলে ধরে। এই সময়ই গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষ, সামন্তবাদবিরোধী এবং প্রগতিশীল ধারায় যুব সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়।

১.১২ ভারতীয় শাসকশ্রেণির চরিত্র নিয়ে যুব আন্দোলনে শীঘ্রই শুরু হয় এক তীব্র বিতর্ক। নেতৃত্বের এক অংশ মনে করেন যে, ভারত রাষ্ট্র প্রগতিশীল এবং ক্রমে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারী দূর করে তা আমাদের সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবে। এই অবস্থান তাদেরকে ক্রমশ শাসক কংগ্রেসের পক্ষ নিতে বাধ্য করে। কিন্তু আরেকটি অংশ যারা পরবর্তীকালে ডি ওয়াই এফ আই তৈরি করে তারা বর্তমান শ্রেণি শাসনের তীব্র সমালোচনা করে এবং এর মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

১.১৩ এই মতাদর্শগত বিতর্ক শেষ পর্যন্ত রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার দিকে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, কর্ণাটকের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, কেরালার সমাজতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের নওজোয়ান সভা, তামিলনাড়ুর সমাজতান্ত্রিক যুব ফ্রন্ট, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রজাতন্ত্র যুব সঙ্ঘম ও অন্যান্য।

১.১৪ আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে এই সব সংগঠনগুলি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যুবরাই ছিল এসব আন্দোলনের মূল শক্তি। জরুরী অবস্থার পরাজয়ের পরে যুবরা এগিয়ে এসে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে যা অতীতে কোনদিন দেখা যায়নি। এটা অতি দ্রুত অনুভূত হয় যে, যদি জাতীয় সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক প্রগতির পক্ষে শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয় তবে তাদের থেকে স্বৈরাচারী, বিভেদকামী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির পার্থক্য স্পষ্ট নিরূপণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করতে এবং এক বিকল্প সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকনির্দেশ করার ভাবনা থেকে ১৯৮০ সালে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলন থেকে আত্মপ্রকাশ করে ডি ওয়াই এফ আই।

১.১৫ ১৯৮০ সাল থেকে ডি ওয়াই এফ আই যুবদের গণতান্ত্রিক পথে সংগঠিত করে চলার মধ্যে দিয়ে বর্তমানে এদেশের যুবদের সর্ববৃহৎ সংগঠনে পরিণত হয়েছে। ডি ওয়াই এফ আই নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ এবং শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং এস এফ আই-এর সাথে একত্রে স্লোগান তুলেছে 'সকলের জন্য কাজ ও শিক্ষা চাই'। এই লড়াইয়ের পথে প্রতিক্রিয়াশীল, বিভেদকামী ও শাসকশ্রেণির শক্তির হাতে আমাদের শত শত কমরেড শহীদ হয়েছেন। আসাম, পাঞ্জাব, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা এবং অন্যত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লক্ষ্য ডি ওয়াই এফ আই। বর্তমানে ডি ওয়াই এফ আই-এর সাদা পতাকা জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য অগণিত আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করে। আলোচ্য সময়ে যুব আন্দোলনের

আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে ডি ওয়াই এফ আই।

১.১৬ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আজকের সময়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন-উদারীকরণ এবং বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করছে, যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য শক্তিশালী হয়েছে। যখন বিশ্বের অনেক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীরা পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ে উল্লাস প্রকাশ করে সমাজতন্ত্রকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন, তখন ডি ওয়াই এফ আই-এর বিপরীতে 'সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ-ভবিষ্যৎ আমাদেরই' স্লোগানকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

১.১৭ ১৯৮০-র দশকের পরে বেশ কতকগুলি উল্লেযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে যেগুলি বৃহৎ পুঁজিপতিদের উপকার করেছে কিন্তু ধ্বংস করেছে সাধারণ মানুষকে। কর্মসংস্থানের সামান্য সুযোগও সংকুচিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র, ক্ষুদ্র শিল্প এবং কৃষি ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের নীতি সার্বিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। ভারতের মত দেশে যেখানে শ্রমশক্তির এক বড় অংশ কৃষি ক্ষেত্রে জড়িত, সেখানে গ্রামীণ যুবদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

১.১৮ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন যে নিরাপত্তাহীনতা ও বঞ্চনা তৈরি করেছে তা জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ও উগ্রজাতীয়তাবাদী শক্তি বৃদ্ধির জন্য এক উর্বর জমি প্রস্তুত করেছে। মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করার ক্ষমতা থাকায় এই সব শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা পাচ্ছে। একই সময় এসব শক্তির মদতে সৃষ্ট হিংসা এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নিজেদের সঠিক প্রমাণ করার জন্য পরস্পরের মধ্যে যৌক্তিকতা খুঁজে চলেছে। আমাদের দেশে এই সব বিভেদকামী শক্তির সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে আরএসএস এবং সঙ্ঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী রাজনীতির মাধ্যমে। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির কার্যকলাপও সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতাকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছে এবং উভয়ই আমাদের জাতীয় সংহতির পক্ষে মারাত্মক বিপদজনক।

১.১৯ এই সময় দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটি পরিবর্তন ঘটেছে। প্রচার মাধ্যমে বিশেষত দৃশ্যগ্রাহ্য (ভিস্যুয়াল) মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এক নতুন বাজারকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে যা বহুজাতিক পুঁজি এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থবাহী। বিরাজনীতিকরণ এবং উন্নাসিকতার সংস্কৃতি যুব মননে প্রবেশ করানো হচ্ছে। জনগণের ঐক্যকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভোগবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা, ঘৃণা, হিংসা এবং অপসংস্কৃতির প্রচার চলছে সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলিতে। পশ্চাদপদ ও অবক্ষয়ী সংস্কৃতি যুবমনকে দূষিত করছে শাসকশ্রেণির সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করতে। এমতাবস্থায় যে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক নীতি মানসিক ও শারীরিক উন্নতির ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পারে, যা মানুষের কাছে সহজলভ্য, তা ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

১.২০ আমরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বদলে সামাজিক চাহিদা পূরণে ও ছাত্র সমাজের

সৃজনশীলতাকে বিকশিত করতে সক্ষম এক নতুন বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প শিক্ষানীতির প্রণয়ন করার পক্ষে। এর অর্থ শিক্ষা হবে অবশ্যই অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক যাতে তা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছতে পারে। এর পরিবর্তে ক্রমাগত সরকারগুলি বিশেযত বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ করেছে। যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষাদানের দোকানে পরিণত করেছে এবং ভারতীয় যুবদের শিক্ষার অধিকারকে অস্বীকার করছে। শিক্ষা কোন বাজারের পণ্য নয়। এটি একটি অধিকার যা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে আমরা অর্জন করেছি। আজ তা খর্ব হতে দিতে পারি না।

১.২১ আইএমএফ, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা দ্বারা নির্দেশিত শাসকশ্রেণির দেউলিয়া আর্থ-সামাজিক নীতির জন্য আমাদের যুব সমাজকে ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে চলা বেকারত্বের আতঙ্কের সাথে লড়তে হচ্ছে। ১৯৯১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত উদারীকরণ ও কাঠামোগত পুর্নবিন্যাস কর্মসূচীর জন্য শুধুমাত্র আমাদের অর্থনীতিই বিদেশি পুঁজির সামনে উন্মুক্ত হয়নি আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারও ধ্বংস হয়েছে। অভূতপূর্বভাবে শহর-গ্রামে বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট তৈরি হয়েছে।

১.২২ বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে সংগঠিত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অবশ্যই অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা এবং শ্রমজীবী মানুষকে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার পরিবর্তে কর্মহীনতা ও কর্মচ্যুতির বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেছে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিকে হুমকি দিতে বা দর কষাকষি করতে।

১.২৩ ভারতে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা এই সত্যকেই হাজির করেছে যে, সংসদীয় গণতন্ত্র শাসকশ্রেণির হাতে সুরক্ষিত নয়। জরুরী অবস্থার সময় দেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কারণ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সঙ্কট শাসকশ্রেণিকেও গ্রাস করেছিল। ভারতীয় জনগণ একে প্রতিহত করেছিল। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনের বিপদ এখনও রয়ে গেছে। শাসকশ্রেণি সব সময়ই জনগণের কষ্টার্জিত অধিকারগুলিকে কেড়ে নিতে চায়, যাতে তাদের জনবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে না পারে। জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভাবধারাগুলি আজ আক্রান্ত। এমনকি বিচার ব্যবস্থাও এই সময়ে ঐ পশ্চাদমুখী কার্যকলাপগুলির পক্ষাবলম্বন করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডি ওয়াই এফ আই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে রক্ষা ও প্রসারিত করতে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুবদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে।

১.২৪ যুব আন্দোলন, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, ছাত্র ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই আন্দোলন

যদি দেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও দূরদর্শী অংশের সাথে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস না গড়ে তুলতে পারে তবে কখনই তার আশু দাবিগুলি এবং সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারবে না। যুবরা বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির নির্বাচনী সাফল্য এবং পশ্চিমবাংলা, কেরালা, ত্রিপুরার বাম নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এইসব বামফ্রন্ট সরকারগুলির জনমুখী কর্মসূচী যেমন ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের রক্ষা ও বর্তমান কাঠামোতেই বিকল্প অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সামনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ দেখিয়েছে। ডি ওয়াই এফ আই সমগ্র দেশের যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে শক্তিশালী করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে।

১.২৫ আমাদের দেশের যুব সমাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলির সার্বিক বোঝাপড়ার প্রশ্নটা বরাবরই চরম উপেক্ষিত থেকে গেছে। পূর্বতন ঔপনিবেশিক শাসকেরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এদেশের যুবদের ব্যবহার করেছে। স্বাধীনতার পরে ভারতীয় শাসকশ্রেণি তাদের নিজ শ্রেণিস্বার্থে যুবদের ব্যবহার করেছে। সে কারণেই গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলনের এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, যে অপশক্তি যুবদের বিভক্ত করে দুর্বল করছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হয়ে যুবদের যুক্ত করে এক উন্নততর ভবিষ্যৎ রচনা করা যাতে ভারতের জনগণ এক শোষণ ও বঞ্চনাহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

২-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১ সমগ্র যুব সমাজের উত্তরণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুবক-যুবতীদের নিয়ে এক ব্যাপক শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ যুব আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করছে ডি ওয়াই এফ আই। তরুণ প্রজন্ম যে আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা সম্পূর্ণ অবগত হয়েই আমরা এই কথা বলতে চাই যে, যুবদের উন্নতি এবং ভাল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে গোটা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, বিশেষত সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে শ্রমজীবী মানুষ–তাদের উন্নতির ওপর।

২ ডি ওয়াই এফ আই ভারতবর্ষের যুবদের মৌলিক দাবি 'সকলের জন্য কাজ ও শিক্ষা'র বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ। তারা বেকারত্বের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে ও কাজ না পাওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতার জন্য যুবদের সংগঠিত করা সহ আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে। একই সাথে এই সংগঠন ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে 'কাজের অধিকারের' অন্তর্ভুক্তির দাবিতে প্রচার, আন্দোলন ও বিক্ষোভ সংগঠিত করতে দায়বদ্ধ।

৩ ডি ওয়াই এফ আই যুব জীবনের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা এবং সেগুলির সমাধানে সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণে সঙ্কল্পবদ্ধ।

৪ ডি ওয়াই এফ আই যুবক-যুবতীদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি রক্ষায় সংগ্রামের জন্য শপথ নিচ্ছে। গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও আচার-আচরণের অধিকার এবং যুবদের সভা-সমিতি করবার অধিকার রক্ষায় এই সংগঠন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৫ সংগঠিত যুবদের প্রতিনিধি মারফত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার যাতে যুবরা পায় তার জন্য ডি ওয়াই এফ আই কাজ করবে।

৬ স্বৈরাচারী ও একনায়কতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুবদের সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই চালাতে দায়বদ্ধ এই সংগঠন।

৭ ডি ওয়াই এফ আই যুব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তুলে ধরতে চায়, বিশেষতঃ যেগুলি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়ার সাথে জড়িত। এই সংগঠন যুব সমাজের মধ্যে অগ্রসর, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবধারাসহ নৈতিক মূল্যবোধের প্রসারে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস জারি রাখতে চায়। লড়াই করতে চায় সমস্ত পশ্চাদপদ অবক্ষয়ী সংস্কৃতি এবং কূপমন্ডুক রক্ষণশীল ধারণাগুলির বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন যে বিরাজনীতিকরণের স্লোগান দেয় এবং যেভাবে ঘৃণ্য সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে তার সাথে কোন আপোস করতে এই সংগঠন রাজি নয়।

৮ সংগঠন চায় ক্লাব, জিমন্যাসিয়াম, আখড়া, লাইব্রেরি, সাক্ষরতা প্রসার সমিতি এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সংগঠিত করতে। এই উদ্দেশ্যেই সংগঠন সংগঠিত করতে চায় বিতর্কসভা, আলোচনা সভা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগঠন ক্রীড়া, সাক্ষরতা প্রসার এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে বেশি সংখ্যায় যুবদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং একটি জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের দাবি জানায়।

৯ ডি ওয়াই এফ আই একটি বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাতে সকল অংশের মানুষের কাছে শিক্ষা সহজেই পৌঁছতে পারে। এছাড়াও সংগঠন চায় উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সার্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা চালু করতে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এই সংগঠন নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সহ অন্যান্য সাক্ষরতা প্রকল্প চালু করতে চায়।

১০ বহুজাতিক ভারতের নাগরিক হিসাবে যাতে তরুণ প্রজন্ম প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার অধিকারী হয় এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনা সম্পন্ন হয় তার জন্য ডি ওয়াই এফ আই ওই অংশের মধ্যে এই বোধগুলি প্রসারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এই চেতনাই পারে তরুণদের জাতি, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল অন্যায় অত্যাচার প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই-এ উজ্জীবিত করতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র,

জাতীয় ঐক্য, সামাজিক ন্যায় এবং মানবিক মূল্যবোধগুলির স্বার্থে কাজ করতে। ডি ওয়াই এফ আই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র, জাতীয় ঐক্য ও মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এছাড়া তারা দলিত, সংখ্যালঘু, উপজাতি ও অন্যান্য অবদমিত অংশের মানুষের অধিকার রক্ষায় দৃঢ় সঙ্কল্প।

১১ আমাদের সমাজ জীবনকে যে সব অশুভ শক্তি কলুষিত করতে চায় অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় কুসংস্কার, জনজীবনে দুর্নীতি প্রভৃতির মাধ্যমে, তাদের বিরুদ্ধে ডি ওয়াই এফ আই চায় ধারাবাহিক সংগ্রাম ও প্রচার গড়ে তুলতে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি, শারীরিকভাবে অক্ষম, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণি সহ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য কাজ ও শিক্ষায় বিশেষ সুবিধা সুনিশ্চিত করতে চায় ডি ওয়াই এফ আই।

১২ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আক্রমণ থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ডি ওয়াই এফ আই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। সকল ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিকতার অবসানের সংগ্রামে তারা শামিল হতে চায়। একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী ব্যবস্থা যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ডি ওয়াই এফ আই দায়বদ্ধ। এই লড়াই-এর মাধ্যমে আমাদের দেশে জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার পথ সুগম হবে।

১৩ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা, হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং মহামারিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনে ডি ওয়াই এফ আই সক্রিয় অংশ নেবে এবং নেতৃত্ব দেবে। এছাড়াও এই কাজে অন্যান্য সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে তাদের সহযোগিতাও নেবে। যেকোন প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবার কাজে অংশগ্রহণ করবে।

১৪ মহিলারা গৃহস্থালী থেকে শ্রমজীবী, এমনকি নাগরিক হিসাবেও যে সামাজিক বৈষম্য ও শোষণের শিকার তা দূর করতে সংগ্রাম করবে ডি ওয়াই এফ আই।

১৫ ডি ওয়াই এফ আই পরিবেশ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। তারা সেই ধারাবাহিক উন্নয়নের পক্ষে, যে উন্নয়ন বাস্তু তন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে।

১৬ ডি ওয়াই এফ আই আমাদের দেশের সেই সব যুব সংগঠনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সার্বিক সম্পর্ক স্থাপন করতে ও ঐক্যবদ্ধ কাজে আগ্রহী, যারা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে দাঁড়ায়। ঐক্যমতের ভিত্তিতে ঐ সব যুব সংগঠনের সাথে একই দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করে ডি ওয়াই এফ আই।

১৭ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুবরা শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য সামাজিক অংশ এবং ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে। যুবদের স্বার্থ ও লড়াই-এর প্রতি অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির

সাহায্য ও সহযোগিতা আশা করে ডি ওয়াই এফ আই। ধ্বংসাত্মক সাম্রাজ্যবাদ, আক্রমণাত্মক বহুজাতিক কর্পোরেশন, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি এবং সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামগুলির সাথে এই সংগঠন আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে বিরাষ্ট্রীয়করণ, জাতীয় সম্পত্তির বিলগ্নীকরণ, অমানবিক আইনসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সুরক্ষা অবসানের বিরুদ্ধে এই সংগঠন তীব্র প্রতিরোধী লড়াইয়ের ডাক দেয়। চাষীর হাতে জমির দাবিতে আমূল ভূমি সংস্কারের জন্য আন্দোলনের পক্ষে এই সংগঠন দৃঢ় সংহতি প্রকাশ করে।

১৮ ডি ওয়াই এফ আই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকে আত্মস্থ করে সর্বত্র প্রসারিত করতে চায়। যুদ্ধ ও আগ্রাসনের শক্তির বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি, স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামরত শক্তিগুলির প্রতি এই সংগঠন সংহতি ও সহযোগিতা জ্ঞাপন করে।

১৯ সমগ্র বিশ্বে যে সব যুব সংগঠন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের দ্বারা চালিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবিদ্বেষবাদ-এর বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি ও শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই গড়ে তুলতে চায় তাদের সাথে ডি ওয়াই এফ আই সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

৩. গঠনতন্ত্র

নাম : সংগঠনের নাম হবে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। যা এখন থেকে ডি ওয়াই এফ আই নামে উল্লিখিত হবে।

পতাকা : ডি ওয়াই এফ আই-এর পতাকার রঙ হবে সাদা, যার কেন্দ্রে থাকবে পাঁচ কোণাবিশিষ্ট লাল তারা এবং পতাকার সাথে লাগানো দণ্ডের সীমান্ত বরাবর লম্বালম্বি ইংরাজিতে অথবা যে কোনও ভারতীয় ভাষায় লাল রং-এর ডি ওয়াই এফ আই লিখতে হবে। পতাকার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত ৩:২।

ধারা-১ : অনুমোদন :

১.১ ডি ওয়াই এফ আই রাজ্যে অথবা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে কিংবা কোন রাজ্যের নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলে যে কোনও যুব সংগঠনকে সেই রাজ্য সংগঠনের সম্মতি সাপেক্ষে অনুমোদন দিতে পারে, এমনকি বিদেশে অবস্থিত কোন যুব সংগঠনকে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে যদি সেই সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই-এর নীতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্র গ্রহণ করে।

১.২ ডি ওয়াই এফ আই-এর নামে সংগঠনের যে কোনও কমিটি ডি ওয়াই এফ আই-এর সংবিধানকে মেনে চলতে বাধ্য। অনুমোদিত সংগঠনের নিজস্ব সংবিধান

থাকতেই পারে, যদিও তা যেন কখনও ডি ওয়াই এফ আই-এর সংবিধানকে লঙ্ঘন অথবা বিরোধিতা না করে।

১.৩ সমস্ত ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য কমিটি অথবা ডি ওয়াই এফ আই-এর অনুমোদন চায় যেসব সংগঠন তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রতিটি সদস্য চাঁদার ২৫ পয়সা প্রতি বছর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে দিতে হবে।

ধারা-২ : সদস্যপদ, সদস্যদের অধিকার এবং কর্তব্য :

২.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা সি ই সি-র নির্দেশিকা মোতাবেক রাজ্য কমিটি সদস্যপত্র প্রকাশ করবে।

২.২ (ক) ভাষা-ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে ১৫-৪০ বছরের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও যুব যদি ডি ওয়াই এফ আই-এর কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র গ্রহণ করে এবং বার্ষিক সদস্য চাঁদা দেয়, তাহলে সে সদস্য বলে গৃহীত হবে। সদস্যপদ সাধারণভাবে কার্যকরী থাকবে নির্দিষ্টভাবে একটি বর্ষপঞ্জীর জন্য।

(খ) সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা হবে ২ (দুই) টাকা।

(গ) প্রত্যেক সদস্যের অধিকার থাকবে নির্বাচন করার এবং নির্বাচিত হওয়ার।

(ঘ) প্রত্যেক সদস্যের অধিকার থাকবে তার নিজস্ব শাখা অথবা যে কোনও উচ্চতর কমিটির কাছে মতপ্রকাশ করার।

(ঙ) প্রত্যেক সদস্যের অধিকার থাকবে পদত্যাগ করার।

(চ) প্রত্যেক সদস্যের সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচি এবং নিজেদের ও উচ্চতর কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহকে কার্যকরী করার দায়িত্ব থাকবে। প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেকে প্রচার করে সংগঠনের করণীয় কাজগুলিকে সম্পাদন করা।

(ছ) ডি ওয়াই এফ আই-এর সাথে যাদের লক্ষ্য নিয়ে কোনও মতবিরোধ নেই এরকম যে কোনও রাজনৈতিক দল অথবা সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পারে ডি ওয়াই এফ আই-এর সদস্যরা।

ধারা-৩ : সংগঠনের কাঠামো :

৩.১ (ক) সর্বভারতীয় সম্মেলন (খ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি (গ) কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী (ঘ) রাজ্য সম্মেলন (ঙ) রাজ্য কমিটি (চ) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী (ছ) জেলা সম্মেলন (জ) জেলা কমিটি (ঝ) জেলা সম্পাদকমণ্ডলী (ঞ) ইউনিট সম্মেলন (ট) ইউনিট কমিটি।

৩.২ জেলা কমিটি ও ইউনিট কমিটির মধ্যবর্তী স্তরের কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করবে।

৩.৩ অনুমোদিত সংগঠনগুলি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অথবা নির্দিষ্ট অঞ্চল ভিত্তিতে

গড়ে উঠবে।

৩.৪ অনুমোদিত সংগঠনসমূহ তাদের পুরানো সাংগঠনিক কাঠামো নিজেদের সংবিধান অনুসারে বজায় রাখতে পারবে এবং নিজস্ব পতাকা বহন করতে পারবে। নিজেদের সংবিধান সংশোধন করে নতুন অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন করতে পারবে কিন্তু ডি ওয়াই এফ আই-এর সংবিধানকে লঙ্ঘন অথবা বিরোধিতা করতে পারবে না।

ধারা-৪ : সম্মেলন :

৪.১ সর্বভারতীয় সম্মেলন হচ্ছে ডি ওয়াই এফ আই-এর সর্বোচ্চ অংশ। একইভাবে সংগঠনের যে কোনও স্তরের সংগঠনের সর্বোচ্চ অংশ হল সেই স্তরের সম্মেলন।

৪.২ সাধারণতঃ প্রতি তিন বছর অন্তর সর্বভারতীয় সম্মেলন ও রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। জেলা, জোনাল এবং আঞ্চলিক সম্মেলন সাধারণতঃ প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণতঃ ইউনিট সম্মেলন হবে প্রতি বছর।

৪.৩ ডি ওয়াই এফ আই-এর সমস্ত কমিটি এবং অনুমোদিত সংগঠন তাদের সংশ্লিষ্ট সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে তাদের নিজস্ব সম্মেলনের আনুপাতিক প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থার ভিত্তিতে। প্রতিটি সম্মেলনের আগে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সারা ভারতবর্ষের সদস্য সংখ্যার নির্দিষ্ট অনুপাত মোতাবেক প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ধারণ করবে। সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি সেই স্তরের সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধির সংখ্যা সদস্য সংখ্যার অনুপাতে নির্ধারণ করবে। কমিটির সদস্যরাও হবেন সেই সম্মেলনের প্রতিনিধি। কেবলমাত্র ইউনিট সম্মেলনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রাথমিক সদস্যেরই সম্মেলনে যোগদানের অধিকার থাকবে।

৪.৪ যে স্তরের সম্মেলন হবে, সেই স্তরের কমিটিই নির্ধারণ করবে প্রতিনিধি ফি।

৪.৫ প্রতিটি সম্মেলন মধ্যবর্তী সময়ব্যাপী কার্যকলাপকে খতিয়ে দেখবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

৪.৬ সম্মেলন সংশ্লিষ্ট স্তরের কমিটি নির্বাচন করবে।

৪.৭ যদি কোনও সম্মেলন ঐক্যমতের ভিত্তিতে কমিটি নির্বাচন করতে না পারে তাকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমে তা নির্বাচিত করবে।

ধারা-৫ : কমিটি :

৫.১ দুটি সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে কোনও বিশেষ স্তরের কমিটিই সেই স্তরের সর্বোচ্চ অংশ।

৫.২ সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করবে সংশ্লিষ্ট কমিটি।

৫.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তার সদস্যদের মধ্যে থেকে পদাধিকারী হিসাবে একজন সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, সর্বোচ্চ পাঁচজন সহ-সভাপতি,

সর্বোচ্চ পাঁচজন যুগ্ম-সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করবে।

৫.৪ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পদাধিকারীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী তৈরি হবে। যদি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন মনে করে তবে সে তার অন্য সদস্যদেরও সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্যান্য সদস্যদের সংখ্যা পদাধিকারীদের সংখ্যার তুলনায় কম হবে।

৫.৫ বিভিন্ন স্তরের সম্মেলনগুলি সংশ্লিষ্ট স্তরের কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করবে। রাজ্য ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর আয়তন উচ্চতর কমিটির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে স্থির করতে হবে। রাজ্য ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সংশ্লিষ্ট কমিটির পদাধিকারীদের নিয়ে গঠিত হবে। রাজ্য ও জেলা কমিটির পদাধিকারী হিসাবে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, অনধিক ৫ সহ-সভাপতি, অনধিক ৫ যুগ্ম-সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করতে হবে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে। প্রয়োজনে রাজ্য ও জেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট কমিটির পদাধিকারী ছাড়া অন্য সদস্যদের মধ্যে থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত করতে পারবে। সম্পাদকমণ্ডলীর অভ্যন্তরে পদাধিকারী নন এমন সদস্যদের সংখ্যা, পদাধিকারীদের সংখ্যার তুলনায় কম হবে। জোনাল কমিটির পদাধিকারী হিসাবে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, অনধিক ৫ সহ-সভাপতি, অনধিক ৫ সহ-সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করবে কমিটি সদস্যদের মধ্যে থেকে। আঞ্চলিক কমিটির কাঠামো জোনাল কমিটির অনুরূপ হবে। ইউনিট কমিটি একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক এবং একজন সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করবে। কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী কমিটি এবং রাজ্য কমিটিগুলি তাদের নিচু স্তরের কমিটিগুলির সম্মেলনের নির্দেশিকা প্রস্তুত করবে।

৫.৬ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তার কাজ চালানোর জন্য সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করবে।

৫.৭ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্যরা সম্মেলনের মঞ্চে নির্বাচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতের প্রতিষ্ঠিত তরুণ ব্যক্তিত্বদের সাম্মানিক সদস্য হিসেবে সেই কমিটিগুলিতে মনোনীত করতে পারে। তবে সেই সমস্ত ব্যক্তিত্ব ডি ওয়াই এফ আই-এর প্রাথমিক সদস্য হতে হবে। কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের সম্মতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে সাম্মানিক সদস্য মনোনীত করা যাবে। জেলা ও রাজ্য কমিটি উচ্চতর কমিটির আগাম অনুমোদন সাপেক্ষেই সাম্মানিক সদস্য মনোনীত করতে পারবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে সর্বাধিক পাঁচজন ও জেলা ও রাজ্য কমিটির ক্ষেত্রে তিনজনের বেশি সাম্মানিক মনোনীত সদস্য থাকবেন না।

৫.৮ ইউনিট থেকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের কমিটিতে অন্তত

২০% যুবতী সদস্যা থাকবেন এবং সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্তত দু'জন যুবতী সদস্যা থাকবেন।

৫.৯ বছরে ন্যূনতম চার বার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সভায় মিলিত হবে এবং ১৫ দিন আগে এই সভার বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। যদি এক তৃতীয়াংশ সদস্য কোনো সভা দাবি করে, তাহলে দু'মাসের মধ্যে তলবী সভা ডাকতে হবে।

৫.১০ রাজ্য কমিটি বা জেলা কমিটি বছরে ন্যূনতম ছ'বার সভা করবে। জোনাল কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি ও ইউনিট কমিটি সাধারণভাবে মাসে অন্ততঃ একবার সভা করবে। ৭দিন আগে সকল সভার বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। যদি রাজ্য/জেলা কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য সভার দাবি জানায় তবে ১ মাসের মধ্যে তলবী সভা ডাকতে হবে। যদি জোনাল, আঞ্চলিক, ইউনিট কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য সভার দাবি জানায়, তবে ১৫ দিনের মধ্যে তলবী সভা ডাকতে হবে।

৫.১১ এক তৃতীয়াংশ সভ্যের উপস্থিতিতে সভা সিদ্ধ হবে। অর্ধেক সভ্যের উপস্থিতিতে তলবী সভা সিদ্ধ হবে।

৫.১২ কমিটি সভা পরিচালনা করবে সভাপতি অথবা সভাপতির অবর্তমানে যে কোনো একজন সহ-সভাপতি।

৫.১৩ পদত্যাগ অথবা অন্য কোনো কারণে যদি কোনও পদ শূন্য হয় তাহলে সেই শূন্যস্থান কো-অপ্ট-এর ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে।

৫.১৪ সমস্ত স্তরের কমিটি তাদের রাজনৈতিক সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা এবং ত্রাণ কর্মসূচির জন্য গণসংগ্রহ, দান-অনুদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবে। দাতাদের যথাযথ রশিদ ও কুপন দিতে হবে। এগুলি ছাপানোর অনুমতি উচ্চতর কমিটির কাছ থেকে নিতে হবে।

৫.১৫ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অথবা নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলে সংগঠন অথবা প্রস্তুতি কমিটি গড়ার অধিকার থাকবে।

৫.১৬ সকল কমিটিগুলি কাজ পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন সাব-কমিটি/টিম গঠন করতে পারবে।

৫.১৭ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি/কোনো রাজ্য কমিটি ডি ওয়াই এফ আই-এর মুখপত্রের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী গঠন এবং সম্পাদক ও ম্যানেজার নির্বাচিত করতে পারবে। অন্যান্য কমিটিগুলি রাজ্য কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে তাদের মুখপত্র প্রকাশ করতে পারবে।

৫.১৮ সর্বভারতীয় সম্মেলন/রাজ্য সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত নেবে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং রাজ্য কমিটি। উচ্চতর কমিটির সাথে আলোচনাক্রমে জেলা এবং পরবর্তী স্তরের কমিটিগুলি সম্মেলন আহ্বান করবে।

৫.১৯ সকল কমিটিগুলি ছ'মাস অন্তর তাদের সংশ্লিষ্ট স্তরের কার্যকলাপের প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন তৈরি করবে ও সংশ্লিষ্ট কমিটি সভায় পেশ করবে। আয়-ব্যয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উচ্চতর কমিটির কাছে পাঠাতে হবে এবং

চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্মেলনে পেশ করতে হবে।

৫.২০ যদি কারাগারে থাকার কারণে, শারীরিক অসুস্থতা, আত্মগোপন অথবা অন্য কোনও সঙ্গত কারণে কোনও কমিটি সদস্য স্বাভাবিক কাজ চালাতে অপারগ হন তাহলে সংশ্লিষ্ট কমিটি, তিনি যে অঞ্চলের অন্তর্গত সেই অঞ্চল থেকে অন্য কাউকে কো-অপ্ট-এর ভিত্তিতে তার জায়গা নিতে পারে। সেই সদস্য পূর্ণ সদস্যের সমস্ত অধিকার ভোগ করবে কিন্তু পূর্বতন সদস্য সংশ্লিষ্ট কমিটিতে যখন যোগদান করবেন তখন কো-অপ্ট সদস্য হিসাবে যিনি কাজ করছিলেন তার সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যপদ আর থাকবে না।

ধারা-৬ঃ সম্পাদকমণ্ডলীঃ

৬.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি/রাজ্য কমিটি/জেলা কমিটির দুটি সভার মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠনের কার্যকলাপকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৬.২ সাধারণ সম্পাদক/সম্পাদক সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি/রাজ্য কমিটি/ জেলা কমিটির সভা আহ্বান করবে। সাধারণ সম্পাদক/সম্পাদক-এর অনুপস্থিতিতে যে কোনো একজন যুগ্ম-সম্পাদক সভা আহ্বান করতে পারবে।

৬.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি অ্যাকাউন্ট হবে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নামে। অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত লেনদেন হবে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে। তাদের মধ্যে যে কোনও দুজনের সইয়ের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট চালানো যাবে। ২৫,০০০ টাকার ওপর যে কোনও খরচ সম্পাদকমণ্ডলীর দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। প্রত্যেকটি কমিটি তাদের অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

ধারা-৭ঃ শৃঙ্খলা রক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহঃ

৭.১ ডি ওয়াই এফ আই-এর কোনও কমিটি যদি ডি ওয়াই এফ আই-এর স্বার্থবিরোধী কাজ করে তবে সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ তার উপর প্রযুক্ত হবে। সতর্ক করা, প্রকাশ্যে সমালোচনা করা অথবা অনুমোদন বাতিল করার ব্যবস্থা এই শৃঙ্খলা রক্ষামূলক ব্যবস্থার মধ্যে পড়বে।

৭.২ যদি ডি ওয়াই এফ আই-এর কোন সদস্য, ডি ওয়াই এফ আই-এর স্বার্থবিরোধী কাজ করে তবে সে সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। এসব ধারার মধ্যে সমালোচনা, প্রকাশ্যে সতর্কীকরণ, নির্বাচিত পদ থেকে অপসারণ, সাময়িক বরখাস্ত অথবা বহিষ্কার পড়বে।

৭.৩ শৃঙ্খলারক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রযুক্ত হবে সেই সকল সদস্যর বিরুদ্ধে যারা সংগঠনের

সংবিধানের স্বার্থবিরোধী কাজ করবেন এবং ব্যবস্থা নেবে সেই কমিটি, যার অন্তর্ভূক্ত উক্ত ব্যক্তি।

৭.৪ শৃঙ্খলাবিরোধী কাজে অভিযুক্ত কোনও স্তরের শাখা অথবা ব্যক্তির অধিকার থাকবে তার কার্যকলাপকে ব্যাখ্যা করার সেইসব কমিটির কাছে যারা এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৭.৫ কোনও স্তরের শাখার অনুমোদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেবে তার উচ্চতর কমিটি এবং যাদের অনুমোদন বাতিল হচ্ছে, তাদের অধিকার থাকবে উচ্চতর কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে আবেদন জানাবার।

৭.৬ বহিষ্কার, সাময়িক বরখাস্ত এবং কোনও নির্বাচিত পদ থেকে কোনও সদস্যর অপসারণকে তার পরবর্তী উচ্চতর কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং যিনি শাস্তি পাচ্ছেন তার অধিকার থাকবে উচ্চতর কমিটি অথবা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে আবেদন জানাবার।

৭.৭ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধিকার থাকবে তার আওতাধীন যে কোনো শাখাকে বাতিল ঘোষণা করার, যদি সেই শাখা সংগঠনের সংবিধানের স্বার্থবিরোধী অথবা সংগঠনের লক্ষ্য, আদর্শ বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে থাকে। প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কোনো নিচুতলার কমিটিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ভেঙে দিতে এবং পুনর্গঠন করতে পারবে। একইভাবে রাজ্য কমিটিরও একই কাজ করার অধিকার থাকবে। পরের ক্ষেত্রগুলিতে সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে আবেদন করার অধিকার থাকবে।

৭.৮ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা রাজ্য কমিটি কর্তৃক কোনও কমিটির অনুমোদন বাতিল অথবা পুনর্গঠন পরবর্তী সম্মেলনে অনুমোদনের জন্য রাখতে হবে।

ধারা-৮ঃ গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনঃ

৮.১ গঠনতন্ত্র সর্বভারতীয় সম্মেলনই পরিবর্তন অথবা সংশোধন করতে পারবে।

৮.২ গঠনতন্ত্র সংশোধন করার জন্য যে কোনো প্রস্তাব, যে কোনো সদস্য অথবা শাখা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে পাঠাতে পারে সর্বভারতীয় সম্মেলনের ন্যূনতম ১ মাস আগে। যদি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্র সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে তা সর্বভারতীয় সম্মেলনের ১ মাস আগে প্রতিটি রাজ্য কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

৮.৩ গঠনতন্ত্র সংশোধনের সমস্ত প্রস্তাব সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধির দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে।

ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মিনাক্ষী মুখার্জী কর্তৃক প্রকাশিত এবং গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৭৯/৩এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। ● ই-মেল : dyfistatecommittee@gmail.com